মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ভাঙড়, উত্তর ২৪ পরগনা ও বর্ধমানে অস্ত্র উদ্ধার, ধৃত ১২ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, বারাসাত ও বর্ধমান : রামপুরহাট গণহত্যার ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশকে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়ার পরই জেলায়-জেলায় জোর ধরপাকড় শুরু হয়েছে। ভাঙড় থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে বনগ্রাম থেকে কারিবুল পৈলানকে (২২) আটক করে। তার কাছ থেকে ১টি পাইপ গান ও ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি কাশীপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। বারাসাত পুলিশ জেলার ৬টি থানা এলাকা থেকে ৭ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতারের পাশাপাশি ৮টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানান, 'গোবরডাঙা, হাবড়া, আমডাঙ্গা, দত্তপুকুর, শাসন ও দেগঙ্গা থানা এলাকা থেকে ৭ জনকে ৮টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি বসিরহাট পুলিশ জেলার হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ ও বসিরহাট থানা এলাকা থেকে একাধিক দুষ্কৃতী ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বসিরহাট থানার চাঁপাপুকুর রোডের দক্ষিণ দেবীপুর গ্যাস গোডাউন এলাকা ও সোলাদানা পেট্রোল পাম্প এলাকা থেকে সিজাউল গাজী ও শফিকুল গাজী নামে ২ দুষ্কৃতীকে ধরা হয়। তাদের কাছ থেকে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ভোরে হাসনাবাদ থানার মোহনপুর এলাকা থেকে আজাদ শেখ, রাহুল গাজী ও রহমান গাজীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে ১টি গুলি ভরতি বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে, বনগাঁ পুলিশ জেলা ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকা থেকেও একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে বর্ধমান শহরের খাগড়াগোড় এলাকা থেকে পুলিশ ভোলা কুমার ও সঞ্জয় কুমারকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। বর্ধমান জেলা পুলিশের ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) অতনু ঘোষাল জানান, ধৃতদের কাছ থেকে ২টি পাইপগান ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। ২ জনের বাড়ি বিহারের ঔরঙ্গাবাদে। পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে ধৃতদের শুক্রবার বর্ধমান আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতরা বিহারে নাচের জন্য বর্ধমান সহ অন্য জেলা থেকে মেয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করত। তবে ঠিক কী কারণে অস্ত্র নিয়ে তারা ঘোরাঘুরি করছিল তা এখনো স্পষ্ট নয়। ধৃতরা কোনো অস্ত্র কারবারের সঙ্গে জড়িত কিনা তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

বর্ধমান শহরের খাগড়াগোড় এলাকা থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ২ জন গ্রেফতার

রামপুরহাট কাণ্ড হয়েছে তোলাবাজির কারণে : অর্জুন সিং

প্রতীতি ঘোষ, ব্যারাকপুর : রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম থেকে ঘুরে এসে ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন। তিনি বলেন, 'রামপুরহাটের ঘটনাটি পুরোপুরি তোলাবাজির কারণে ঘটেছে। আমরা ওখানে গিয়ে এটাই উপলব্ধি করেছি আমাদের রাজ্যে আইনের শাসন নেই। বরং শাসকের শাসন চলছে। পুরসভাগুলোয় পুরপ্রধান হওয়ার জন্য তৃণমূল দলকে ৫ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। এবার এই টাকা দলের নেতারা কোথা থেকে তুলবেন। তাই রাজ্যে তোলাবাজি চলছে। কেন্দ্র এবার নানা প্রকল্পে যে টাকা দেয় তা যেকোনো দিন বন্ধ করে দিতে পারে, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন। কারণ কেন্দ্রের পাঠানো টাকা কোথায় কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তার হিসাব সঠিক ভাবে রাজ্য দেখাতে পারছে না। তাই এরা তোলা তুলে কাজ চালাতে চাইছে। আর সেটা দলের যারা তুলতে পারছে না তারাই খুনখারাপি করছে।' এদিন তিনি সিবিআই তদন্ত নিয়ে বলেন, 'এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত পুলিশ চাইলে এটা আটকাতে পারত। গ্রামের মানুষ বারবার আমাদের কাছে অভিযোগ করে বলেছেন ওইদিন গ্রামের মানুষ পুলিশকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানালেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কী অবস্থা তৈরি করেছেন বুঝুন। আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এবার সব রহস্য সামনে আসবে। আসলে ভোটের সময় পুলিশকে দিয়ে বুথ দখল করিয়ে ক্ষমতা পেয়েছেন। তাই পুলিশ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় উঠে বসছে।' রামপুরহাট কাণ্ডের কিছু সময়ের মধ্যে টিভি ফেটে আগুন লাগার যে কথা অনুব্রত মণ্ডল বলেছিলেন তা নিয়েও সাংসদ অর্জুন সিং প্রশ্ন তোলেন।

বহিরাগত শত্রুঘ্নকে কেউ বিশ্বাস করবে না : অগ্নিমিত্রা

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : শুক্রবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলার পদ্মাবতী থান মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। প্রথমে পাণ্ডবেশ্বরের বহুলা গ্রাম, মতিবাজার, ছোড়া গ্রাম, হরিপুর হয়ে পাণ্ডবেশ্বরের নানা এলাকায় রোড শো হয়। লাউদোহা ব্লকেও প্রচার চলে। এদিন প্রচারের ফাঁকে প্রার্থী বলেন, 'বহিরাগত শত্রুঘ্ন সিনহাকে লোকেরা বিশ্বাস করবে না। মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেন। আমার জয়ের ব্যাপারে ২০০% নিশ্চিত রামপুরহাটে গণহত্যা হয়েছে। এই ঘটনার দায় তৃণমূল ও রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না। সঠিক তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিজেপি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।'

গণহত্যার ঘটনায় সিবিআই তদন্তকে স্বাগত বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : রামপুরহাটের গণহত্যার ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর সিপিআই(এম) দলের নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'হাই কোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ সঙ্গত। স্বাধীনভাবে রাজ্যের পুলিশ কাজ করতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী দোষীকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেস সাজাতে বলছেন। এটা ভয়ঙ্কর। সিবিআই তদন্ত যেন সব প্রভাব প্রতিপত্তির উর্ধ্বে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডলকেও তদন্তের আওতায় আনা উচিত।' এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, 'হাই কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত। তবে আদালতের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত দরকার।' বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত। আগামী দিনে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে জড়িত নেতারা, যাঁরা সেদিন থানার আইসি ও এসডিপিওকে ফোন করে বলেছিলেন, ২টো বাড়ি জ্বলতে দিন, এখন যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁরা গরাদের পেছনে যাবেন।'

১০ সদস্যের টিম নিয়ে বগটুই যেতে পারে সিবিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে রামপুরহাটের বগটুই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার নেওয়ার পর শুক্রবার বিকেলে সিবিআইয়ের বিশেষ ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসারদের নিয়ে সিবিআই অফিসাররা সিজিও কমপ্লেক্সে বৈঠকে বসেন। ডিআইজি পদপর্যাদার ১জন অফিসারও ছিলেন। সিবিআই সূত্রে খবর, তদন্তকারী সংস্থার জয়েন্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্ব তদন্ত শুরু হতে চলেছে। আজ, শনিবার সিবিআইয়ের এই বিশেষ তদন্তকারী দল বীরভূমে যেতে পারে। এই দলে কারা কারা থাকবেন, তদন্ত প্রক্রিয়া কোন পথে এগোবে, সেইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েই সিজিও কমপ্লেক্সে দীর্ঘ সময় আলোচনা চলে। উল্লেখ্য, শুক্রবারই কলকাতা হাই কোর্ট বগটুই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হাই কোর্টের অর্ডার কপি হাতে পাওয়ার পরই সিবিআই রাজ্য পুলিশের সিটের সঙ্গে যোগাযোগ করে বগটুই হত্যাকাণ্ডের এফআইআরের কপি চেয়ে পাঠায়। এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত যা খবর, তাতে বগটুই হত্যাকাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দলে সব মিলিয়ে প্রায় ১০ জনের এক তদন্তকারী দল গড়া হতে পারে। এদিকে, শুক্রবারই সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির এক বিশেষজ্ঞ দল বীরভূমের বগটুই গ্রামের ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে আসে। এই সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবটি দিল্লি সিবিআইয়ের অধীনে কাজ করে। তারা ঘটনাস্থল থেকে নমুনা নিয়ে গেছে। সূত্রের খবর, সিবিআই অফিসাররা চাইছেন আজ, শনিবার ফের সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞ দলকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে। এদিকে আদালতের নির্দেশ রয়েছে, সিবিআইকে শিগগিরই তদন্ত করে ৭ এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে তৃণমূল সদস্যদের অনাস্থা

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙড় : হাই কোর্টের নির্দেশে ভাঙড়ের ব্যাঁওতা-১নং গ্রামপঞ্চায়েতের অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ল। শুক্রবার ভাঙড়-২ নং ব্লক অফিসে পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রামপঞ্চায়েতের ৬ জন সদস্য ভাঙড়-২নং ব্লকের বিডিওর সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেন। সম্প্রতি ভাঙড় বিধানসভার ব্যাঁওতা-১নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ৬জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিডিও আর পঞ্চায়ত প্রধানের কাছে জমা দেন। সেই চিঠি পেয়েও প্রঞ্চায়েত প্রধান সভা না ডাকায় ৬জন পঞ্চায়েত সদস্য হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। হাই কোর্ট পুলিশ প্রশাসনকে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিরাপত্তা দিয়ে বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়ে সভা করার নির্দেশ দেন। সেমতো এদিন ভাঙড়-২নং ব্লক অফিসে পঞ্চায়েত সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে থানার পুলিশ ও কাশীপুর থানার পুলিশ পঞ্চায়েত সদস্যদের স্কট করে বিডিও অফিসে নিয়ে আসেন। সে কারণে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভাঙড়-২নং ব্লক অফিস এলাকায় কাশীপুর থানা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করে। জানা গেছে, খুব শিগগিরই বিডিও অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটি করার জন্য সভা ডাকবেন। উল্লেখ্য, যে সদস্যরা অনাস্থা এনেছেন তাঁরাও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকেই নির্বাচিত।

স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে নিয়োগ করা হবে আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা কমাতে রাজ্য সরকার আশা কর্মীদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা করবেন। তাঁদের এই পরীক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্লিনিকের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও এক্সটেনসিভ ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এগজামিনেশন টেকনিক শেখানো হবে। স্তনে সন্দেহজনক কিছু দেখলেই রোগীকে নিয়ে আসা হবে জেলা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্লিনিকে। প্রয়োজনবোধ করলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মহকুমা বা সদর হাসপাতালে রেফার করবেন। সেখানেই মিলবে চিকিৎসা। অর্থাৎ, স্তন ক্যান্সারের জন্য খুব জরুরী না হলে গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসার কোনও প্রয়োজন হবে না। প্রত্যন্ত গ্রামেই মিলবে ক্যান্সারের চিকিৎসা। স্তন ক্যান্সারের পাশাপাশি ন্যাশনাল নন কমিউনিকেবল ডিজিজয়ের অধীনে গ্রামে-গ্রামে ৬টি রোগের চিকিৎসায় জোর দেওয়া হচ্ছে। এই সব রোগের মধ্যে রয়েছে মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় বাড়িতে-বাড়িতে যে সব আশাকর্মীরা যাবেন, তাঁদের সঙ্গে থাকবে স্কোরশিট। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে তাঁরা অসুখের রিস্ক ফ্যাক্টর যাচাই করবেন। ৩০ বা তার বেশি বয়সের মহিলাদের কাছে জানতে চাইবেন তাঁদের ব্লাডসুগার আছে কি না। মুখে কোনও ক্ষত রয়েছে কি না। জানা গিয়েছে, ক্যান্সারে আক্রান্তের অস্ত্রোপচার হবে জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালগুলির তিনজন সার্জন, ২জন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, একজন অঙ্কোলজিস্ট (ক্যানসার বিশেষজ্ঞ) সপ্তাহে একদিন করে ব্রেস্ট ক্লিনিক চালাবেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাংলায় ৩০ উর্ধ্ব মহিলার সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৯০ লক্ষ। প্রতি জেলায় গড়ে ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার আশাকর্মী রয়েছেন বলে জানা গেছে।

দুর্গাপুরে ভস্মীভূত ৩টি দোকান

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের ২ জায়গায় ৩টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জানা গেছে, এদিন বিকেলে দুর্গাপুরের আশিস মার্কেটের খোলা বাজারে ১টি কসমেটিকস ও দশকর্মার দোকানে আগুন লাগে। স্থানীয়রাই দমকলে খবর দিলে ঘটনাস্থলে দমকলের ১টি ইঞ্জিন পৌঁছোয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কসমেটিকসের দোকানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন চটপট আশেপাশের বেশ কয়েকটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের অভিযোগ, এই অগ্নিকাণ্ডের পেছনে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে। প্রতিদিন দোকান বন্ধ হওয়ার পরে ওই দুষ্কৃতীরা মার্কেটে মদ, জুয়া ও গাজার ঠেক বসায়। তাঁরা কয়েকদিন আগে ওই দুষ্কৃতীদের মার্কেটের ভেতরে আসা-যাওয়া করতে বারণ করেন। তাই প্রতিশোধ নিতে হয়তো দোকানে আগুন ধরিয়েছে। এদিকে, ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব ঘোষ বলেন, 'অসাবধানতায় আগুনের ফুলকি থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা সমাজবিরোধীদের যে অভিযোগ তুলছেন তা মনে হয় ঠিক নয়। পুলিশকে তদন্ত করে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস ওই দোকানদারদের সবরকম সহযোগিতা করবে।' অন্যদিকে, এদিন রাতেই বেনাচিতি বাজারের লাগোয়া এ জোন পুলিশ ফাঁড়ির সামনের এক তুলোর দোকানে আগুন লাগে। ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা দমকলে খবর দেন। দমকল ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তুলোর দোকানের মালিক জব্বার আলি জানান, 'আগুন লাগার কিছুক্ষণ আগে দোকান বন্ধ করে রাতের খাবার খেতে গিয়েছিলাম। পরে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দোকানে আগুন লাগার কথা জানানো হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে দোকানের কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।' শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকলের অনুমান।

এসইউসির মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ১০টি কেন্দ্রীয় সংগঠনের ডাকা ২৮ ও ২৯ মার্চ ভারত বনধের সমর্থনে এআইইউটিইউসি'র কর্মীরা শুক্রবার দুপুরে সিটি সেন্টারের এসবিএসটিসি বাস স্ট্যান্ড থেকে মিছিল বের করে রেজিস্ট্রি অফিস, ইন্ডিয়ান অয়েল দফতর ও পুরসভার দফতর হয়ে মহকুমাশাসকের দফতর পর্যন্ত গিয়ে মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়।

বিট্টল মহারাজের জন্মদিন

সুবল সাহা, দক্ষিণেশ্বর : শুক্রবার কিঙ্কর বিট্টল রামানুজ মহারাজের ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে ওঙ্কারনাথ মিশনের উদ্যোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সনাতন কংগ্রেস হল বরানগরের ডানলপের কাছে মহামিলন মঠে। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, অযোধ্যার মহান্ত রামদাস, বেলুড় মঠের মহারাজরা, বেনারসের স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, ব্রহ্মকুমারী আশ্রমের প্রতিনিধিরা, ভারত সেবাশ্রম সংঘর মহারাজরা, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু ও বিধায়ক তাপস রায়।

আমতায় প্রবল বিক্ষোভের মুখে ফিরহাদ হাকিম

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : শুক্রবার বিকেলে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ায় রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আমতায় মৃত ছাত্রনেতা আনিসে খানের বাড়িতে ঢুকতে পারলেন না। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী পুলক রায়, স্থানীয় বিধায়ক সুকান্তকুমার পাল ও স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। এদিন তৃণমূল নেতাদের দেখে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে এরপর 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন। মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁরা বলেন, 'আমরা তো তাঁদের ডাকিনি, তবে কেন এসেছেন। ৪২ দিন পর চেতনা ফিরেছে?' এলাকায় প্রচুর পুলিশ থাকলেও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে প্রায় ২ কিমি দূর থেকেই ফিরহাদ হাকিম ফিরে যেতে বাধ্য হন। মন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা ব্যারিকেড করে তাঁকে ওই জায়গা থেকে বের করে আনেন। এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পরিকল্পনা করে বহিরাগতরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আনিসের বাবার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। তাঁর শরীর ভালো নেই। তাই ফিরে এসেছি।'

বাবুল এনআরসি'র পক্ষে ছিলেন : সায়রা

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : বালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকার অর্ধেক সংখ্যালঘু ভোটারের বাস। এই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়কে বিজেপির লোক বলে প্রচার শুরু করলেন সিপিআই (এম) নেতা তথা ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয় ফুয়াদ হালিমের স্ত্রী বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। খুব তাড়াতাড়ি তিনি বস্তি এলাকা থেকে উচ্চবিত্তদের আবাসনে মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে বিদেশি অপবাদ দিয়ে মিথ্যা প্রচার শুরু হয়েছিল। সায়রা শাহ হালিম সোশাল মিডিয়াতেই তার প্রতিবাদ করে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করেন। ওই পেজেই প্রখ্যাত অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ জানিয়ে দেন, সায়রা শাহ সম্পর্কে তাঁর ভাইজি। এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে সায়রা শাহ হালিম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অল আউট আক্রমণ চালান। শুক্রবার কলকাতার ৬১ নং ওয়ার্ডের বেডফোর্ড লেনে তিনি প্রচার চালান। দীর্ঘ ১৩ বছর পর বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম বস্তি থেকে বহুতল সব জায়গাই কার্যত চষে ফেলছেন। গত বিধানসভা ভোটে ওই এলাকায় বাম প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন তাঁরই স্বামী ফুয়াদ হালিম। তাই গোটা এলাকা ওই দম্পতির হাতের তালুর মতো চেনা। ভোট প্রচারে সায়রা হালিমের হাতিয়ার বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা বাবুল সুপ্রিয়। উন্নয়নের আলো না পৌঁছোনো প্রায় ৫০% সংখ্যালঘু ভোটারের বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বাবুলকে প্রার্থী করায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক সংখ্যালঘুদের একাংশ এরমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই ভোট ময়দানে নেমেছেন বাম প্রার্থী সায়রা। গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটে ৬১ নং ওয়ার্ডের বেড ফোর্ড লেন এলাকা থেকে বাম দলের অস্তিত্ব মুছে যায়। সায়রা শাহ হালিম বলেন, 'তৃণমূলের প্রার্থী বিজেপি থেকে এসেছেন। ফের ওই দলে ফিরেও যেতে পারেন। এই বাবুল সুপ্রিয়ই এনআরসি-র পক্ষে ছিলেন। আমরা এনআরসির বিরোধিতা করেছি। তাই ওঁকে বিশ্বাস করবেন না। জিতে গেলে ফের কী করবে ঠিক নেই।' পাশাপাশি আসানসোলের অশান্তির ঘটনায় ইমামের ছেলের মৃত্যুর পর ওই সময়ে বিজেপি সাংসদ থাকা বাবুল সুপ্রিয় কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাও এদিন বাম প্রার্থী মনে করিয়ে দেন। বৃহস্পতিবার সায়রা শআহ হালিমের প্রচারের সময় তাঁকে ঘিরে এলাকায় জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় লোকজন ছাড়াও স্থানীয় লোকজন ভিড় করেছিলেন। তবে ভোটের বাক্সে এর কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে খোদ বাম নেতৃত্ব সংশয়ে রয়েছে। কয়েকদিন আগে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় বলেছিলেন, 'আসানসোলে চ্যালেঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলাম যা করার করে দেখিয়েছি। সরিয়ে দেওয়ার সময়ে বলা হয়েছিল বাবুল সুপ্রিয়র পারফরম্যান্স খারাপ। কিন্তু আমি মাথা উঁচু করে থাকার লোক, তাই মেনে নিইনি। এখন পুরোনো কথা উঠবেই। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমার মানসিকতায় কোনো বদল আসবে না। অন্য দল থেকে এসেছি বলে অনেকে অনেক কিছু বলবে।' তবে এসব ব্যাপারকে পাত্তা না দিয়ে বালিগঞ্জ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দলকে জয় এনে দেওয়াই বাবুল সুপ্রিয়র মূল লক্ষ্য।

হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)-এর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

(০২.০৫.২০১৯ তারিখে মাননীয় এনসিএলটি দ্বারা জারি নির্দেশিকা অনুযায়ী কোম্পানীটি লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত)
রেজিস্টার্ড অফিস : সাউথ টাওয়ার, চতুর্থ তল, স্কোপ মিনার কমপ্লেক্স, লক্ষ্মী নগর, ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি - ১১০০৯২

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ অনুযায়ী লিক্যুইডেশন প্রক্রিয়ায় থাকা (বৈদ্যুতিন নিলামের পদ্ধতির নথি দেখতে পারেন) হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানীর নিম্নোক্ত সম্পত্তি বৈদ্যুতিন নিলামের মাধ্যমে ২৬.০৪.২০২২ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে বিক্রয় করার জন্য **যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যেটি যেমন সেটি তেমন, এটি যেমনই হোক ও কোনো পরিবর্তন ছাড়াই** বিক্রি করার জনবিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে ও বৈদ্যুতিন নিলামের পরিষেবা দেবে মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (অকশন টাইগার)। নিম্নে স্বাক্ষরিতের মাধ্যমে সম্পদের বিক্রি সম্পন্ন হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে https://ncltauction.auctiontiger.net

স্থান / সম্পদ	ঠিকানা / এলাকা	লট	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (টাকায়)
অফিসের বিভিন্ন পুরনো যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ফিক্সচার ইত্যাদি	এইচসি ব্লক, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের কাছে, আইসি রোড, সেক্টর-।।।, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৬।	লট-১	৫,২৯,২০৫	৫০,০০০
মুম্বইয়ে একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট	ফ্ল্যাট নং ৩০১, তৃতীয় তল, বিল্ডিং নং - ১৫(অনিকেত), প্রেম জ্যোতি হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, অফ চেম্বুর ম্যানখুর্দ লিঙ্ক রোড, চেম্বুর, জেলা : মুম্বই, পিন - ৪০০ ০৪৩, মহারাষ্ট্র। কমবেশি ৬৫২ বর্গফুট পরিমাপের কার্পেট এরিয়া।	লট-২	৯৫ লাখ	৯.৫ লাখ
দিল্লির অফিস (লিজহোল্ড প্রপার্টি) স্কোপের ২৪.০৮.২০২১ তারিখে লেখা চিঠি ও অন্যান্য দাবি ও শর্তাবলী অনুযায়ী লট-৩-এর নিলাম শুধুমাত্র পিএসইউ সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।	স্কোপ মিনার, চতুর্থ তল, সাউথ টাওয়ার, কোর-৪, লক্ষ্মী নগর, ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি - ১১০০০২। কমবেশি ৫৪৭.৬৪ বর্গমিটার।	লট-৩	৫.০২ কোটি	৫০ লাখ
নাগাল্যান্ড পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রতিটি ১০০ টাকা করে ১,১৩,৬২,২৩১টি ইক্যুটি শেয়ার।	নাগাল্যান্ড পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি লিমিটেড (CIN - 21012NL1971SGC001349), রেজি. অফিস- পেপার নগর, পো : তুলি, জেলা : মোকোকচুং, নাগাল্যান্ড-৭৯৮৬২৩	লট-৪	৭.৩৩ কোটি	৭৩ লাখ
মারুতি সুজুকি সুইফট ডিজায়ার- এলএক্সআই ডব্লুবি০২এজে৮৬৬৯ পেট্রোল, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ : ১১.০৭.২০১৬, বৈধ ট্যাক্স ১০.০৭.২০২১ পর্যন্ত সল্ট লেক হাউজিং কমপ্লেক্সে।	এইচসি ব্লক, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের কাছে, আইসি রোড, সেক্টর-।।।, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৬।	লট-৫	২.৭০ লাখ	২৭,০০০

অগ্রিম মূল্য (ইএমডি) সহ ইওআই জমা দেওয়ার শেষ দিন : ০২.০৪.২০২২, বিকেল ৫টা। কোনো ইওআই ০২.০৪.২০২২ তারিখে বিকেল ৫টার মধ্যে জমা না পড়লে নিলাম বাতিল হয়ে যাবে। http://hindpaper.in এই ওয়েবসাইটে আপলোড করে ইওআই চেয়ে নেওয়া হবে। বৈদ্যুতিন নিলামে তথ্য সম্বলিত নথি এবং অনলাইনে নিলামের সাধারণ শর্তাবলী ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net -এও পাওয়া যাবে। এছাড়া সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ করবেন এই ই-মেল আইডিতে : kuverma@gmail.com / liquidation.hpcl@gmail.com.

কুলদীপ বর্মা
হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং- আইবিবিআই / আইপিএ-০০১ / আইপি-পি০০০১৪ / ২০১৬-১৭ / ১০০৩৮
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ৪৬ বি.বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, পঞ্চম তল, ইউনিট নং- ৫০১, কলকাতা- ৭০০০১২
রেজিস্টার্ড ই-মেল : kuverma@gmail.com, ফোন : +৯১ ৯৮৩৬০ ৭৭৯০০
তারিখ : ২৬.০৩.২০২২
স্থান : কলকাতা

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK

হুগলি জোনাল অফিস, ২১, নিউ জিটি রোড (দ্বিতীয় তল)
পোঃ- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২ ২৫৮

সংশোধনী

গত ০৪.০৩.২০২২ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রির বিজ্ঞপ্তিতে ক্রম নং - ১-এর চন্দ্রকোণার শাখার (০৬৪৩) ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়-এর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ২৫.০৩.২০২২ তারিখে যে নিলাম হওয়ার কথা ছিল সেটি টেকনিক্যাল ভুলের জন্য সম্পূর্ণ করা যায়নি এবং সেটি পুনরায় ২৮.০৩.২০২২ তারিখে হবে।

তারিখ : ২৬.০৩.২০২২ — ইউকো ব্যাঙ্ক, হুগলি জেডও

Bank of Baroda — বর্ধমান শাখা

সিটি টাওয়ার, ২৩, জিটি রোড, বর্ধমান-৭১৩ ১০১, পঃবঃ, ভারত, ই-মেল : burdwa@bankofbaroda.com

রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যথারীতি, নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-এর অনুমোদিত আধিকারিকদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) সেকশন ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩নং ধারা অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতাগণ : **মেসার্স নিধি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্ট্রার্ড অফিস : প্রযত্নে মদন লাল আগরওয়াল, ১৫৪, রবীন্দ্রসরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, এবং ডিরেক্টরগণ (১) **শ্রী শুভাশিস দাস,** পিতা - বাসুদেব দাস, ১৯, রাজবল্লভ সাহা লেন, হাওড়া, হাওড়া পুরনিগম, পঃবঃ - ৭১১ ১০১ এবং (২) **শ্রী দেবকুমার গাঙ্গুলী,** পিতা - কমল গাঙ্গুলী, জিআর-এফআর, ২৩৭/৮ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া শিবপুর, পঃবঃ - ৭১১ ১০২ আর জামিনদারগণ (১) **শ্রী অমল চৌধুরী,** ৩ ভবানীঠাকুর লেন, পোঃ- রাজবাটি, থানা - বর্ধমান, পঃবঃ- ৭১৩ ১০১, (২) **শ্রী আনন্দ চৌধুরী,** ৩ ভবানীঠাকুর লেন, পোঃ- রাজবাটি, থানা - বর্ধমান, পঃবঃ- ৭১৩ ১০১, (৩) **শ্রী ধনঞ্জয় দঁ,** গ্রাম-পোঃ- আরওএল-থানা- ইন্দাস, জেলা- বাঁকুড়া, পঃবঃ - ৭২২ ২০৫, এবং (৪) **শ্রীমতি চুয়া দঁ,** গ্রাম-পোঃ- আরওএল-থানা- ইন্দাস, জেলা- বাঁকুড়া, পঃবঃ - ৭২২ ২০৫ -কে ১৯.১১.২০২১ তারিখের হিসাবে **৬,২১,৫১,২৮৩.৬৯ টাকা (ছয় কোটি একুশ লাখ একান্ন হাজার দুশ তিরাশি টাকা ও উনসত্তর পয়সা মাত্র)** এবং ২০.১১.২০২১ তারিখ থেকে অপ্রযোজ্য সুদ সহ প্রাপ্য বকেয়া দাবি বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে **২০.১১.২০২১** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছিল।

উপরোক্ত রুলসের ৮ ও ৯নং রুল সহ উপরোক্ত বিবৃত আইনের সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত ঋণ নেওয়া ব্যক্তি ব্যাঙ্ক-কে ঋণ শোধ করতে না পারায় নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি নিম্নে বিবৃত সম্পত্তি **২৩.০৩.২০২২** তারিখে সিম্বলিকভাবে দখল নেওয়ার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে।

এতদ্বারা, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / জামিনদার ও জনসাধারণকে এই মর্মে সাবধান করা যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনো রকম ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যেন না করা হয় ও উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনো রকম ব্যবসায়িক কার্যকলাপ থাকলে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বর্ধমান শাখা, সিটি টাওয়ার, ২৩ জিটি রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ **৬,২১,৫১,২৮৩.৬৯ টাকা (ছয় কোটি একুশ লাখ একান্ন হাজার দুশ তিরাশি টাকা ও উনসত্তর পয়সা মাত্র)** ও শর্ত সাপেক্ষ দর অনুযায়ী গৃহীত সমস্ত সুদ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক চার্জ ও বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য ব্যয় সহ জরিমানা করবে।

উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন(৮) অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়ানোর জন্য যে সময় পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মেসার্স নিধি এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে কম বেশি মোট ২.৮৪ একর জমি (ফ্যাক্টরির মধ্যে জমি ১.০৬ একর + ফ্যাক্টরির কাছে পিঠে বাইরে মেইন রোডমুখী জমি ১.৭৮ একর) এবং ফ্যাক্টরির কাছে পিঠে অতিরিক্ত জমি-সহ বিল্ডিং।

ফ্যাক্টরির মধ্যে ১.০৬ একর জমির বিবরণ

এলআর খতিয়ান নং - ৮৫০, আরএস ও এলআর প্লট নং ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৫৯, জেএল নং - ৬৮, মৌজা - কেশবপুর, থানা - খণ্ডঘোষ, শ্রেণি- রাইস মিল, ১৯.০৩.২০১৯ তারিখে ডিড নং - ৯৩১ অনুযায়ী মেসার্স নিধি এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের নামে কেনা জমি এবং এটিকে ঘিরে আছে নিম্নরূপ:

দিক	সম্পত্তির বিবরণ
উত্তর	মেসার্স নিধি এজেন্সিস প্রাঃলিঃ-র জমি (সম্পত্তি নং -।।)
দক্ষিণ	বর্ধমান-বাঁকুড়া রোড
পূর্ব	মীর বদ্রে আলম-এর চাষের জমি
পশ্চিম	মমতাজ বেগম ও অন্যান্যের শালি জমি

ফ্যাক্টরির কাছাকাছি ও চারপাশের ১.৭৮ একর জমির বিবরণ

এলআর খতিয়ান নং - ৮৫০, আরএস ও এলআর প্লট নং - ১২৬৯, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৮৫, ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০, ১২৮৮/১৩১৩, জেএল নং- ৬৮, মৌজা - কেশবপুর, থানা- খণ্ডঘোষ, শঙ্করী-। গ্রামপঞ্চায়েতের আওতায়, শ্রেণি- রাইস মিল, ২২.০১.২০১০ তারিখের ডিড নং- ১৯২ এবং ২৫.০২.২০১০ তারিখের ডিড নং- ৮৫৮ অনুযায়ী সম্পত্তিটি মেসার্স নিধি এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের নামে কেনা। সম্পত্তিটিকে চারিদিকে ঘিরে আছে নিম্নরূপ :

দিক	সম্পত্তির বিবরণ
উত্তর	অন্যান্যের চাষের জমি
দক্ষিণ	রাস্তা এবং মেসার্স নিধি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের জমি
পূর্ব	অন্যান্যের চাষের জমি
পশ্চিম	অন্যান্যের চাষের জমি

তারিখ : ২৩.০২.২০২২
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা